আকাশ ও মল্লিকা সিরিজের কবিতা

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

(শেষাংশ)

৮.

হেমন্ত তার সন্ধ্যা নামায় আবার
সোনাঝুরি গাছে হিম ঝরে ফিস্‌ফাস্‌,
টেবিলে সাজানো রতের খাবার উষ্ণতা রাখে ধরে
মল্লিকা একা, হুইসেল বাজে দূরে।

সাড়ে সাতটার লোক্যালে জ্যোতির্ময়
রোজ ফিরে আসে; প্রতীক্ষা-গাঢ় পথে
মাটি সুশীতল, দুধারের গাছপালা
রস টেনে নেয়, জোনাকিরা নেভে, জ্বলে।

দরজাতে মৃদু পদপাত শোনা যায়।
মল্লিকা ওঠে হিমঝরা থাকে থেমে
সোজাসুজি আলো উঠোনে ছড়ায় মল্লিকা মুখোমুখি
টেবিলে সাজানো রাতের খাবার উষ্ণতা রাখে ধরে।

৯.

মল্লিকা তোমার নাম লেখা আছে ফলের গভীরে—
যেখানে শর্করা, অম্ল সবুজের রসায়নে
পেকে ওঠে
পরিণত হয়...

মল্লিকা তুমিও
কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রাতীতে সরে যাও
সবচেয়ে নিরাপদে থেকে ঝরে পড় আমিত্ববিহীন
যেখানে অনেক গাছ মাটির নীলাভ রসে
রাত্রিশ্রান্ত স্বপ্ন দেখে ফলভারে নুয়ে পড়বে বলে।

শেষ হলে ফলের উৎসব
আকাশে উড্ডীন সামিয়ানা
মল্লিকা তোমার, আর
প্রতিফলনের মতো পল্লবের স্মৃতি
কেঁপে ওঠে আমাদের সত্তার গভীরে

আয়তনবান হয় আমাদের বেঁচে থাকা
গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে ওঠা আমাদের ভবিষ্য সকালে।

আলো পেতে চেয়েছিল তারা

সৈয়দ খালেদ নৌমান

আলো পেতে চেয়েচিল তারা অথচ তাদের ছিলনা কাণ্ডজ্ঞান,
ঊর্ধ্বে চেয়ে থাকতে থাকতে তারা ঝল্‌সে যায়,
তারা অন্ধ হয়ে যায়।
ভেবেই পেলনা তারা এইটুকু সূর্যমুখী
এতো রোদ গায়ে মেখে কী করে হলুদ হয়ে গেল।
তারও আছে ক্ষুদ্র বোধ পরিমিতির,
সে-ও জানে ঠায় একদিকে তাকিয়ে না থেকে
কখনও-কখনও কাঁধ ঘুরিয়ে দেখতে হয় এদিক-সেদিক।
আত্মতুষ্ট তারা ভাবে দিবাদৃষ্টির বদলে পেয়েছে দিব্যদৃষ্টি।
পৃথিবীতে কত লোক আছে জন্ম থেকে যারা দেখতে পায়নি রোদ,
কত লোক আছে যারা দিনমান তটস্থ থাকে হোঁচটের ভয়ে;
কত লোক আছে যারা দিনের বেলায় হাঁটে বুক ফুলিয়ে,
অথচ রাতকানা থাকে রাতে।

ভিন্নতর সান্ধ্যভাষা

অমলেন্দু বিশ্বাস

কবিতা গমন করে। কবি যান
অন্য পর্যটনে। যেখানে নিসর্গ
রেখে দেয় চুপিসাড়ে কুহকতা
কিংবা বলা ভালো মায়াচাঁদ
চূর্ণ চূর্ণ গুড়ো হয়ে বিছিয়েছে
আলোকিত পুঁথি। এই তুমি লেখো—
সুগোপনে ভিন্নতর সান্ধ্যভাষা
দ্যাখো কোথাকার হরিয়ালি খেত
উড়ে যায় ওড়ে, তোমার সোহাগে।
চুম্বনরহিত ভর ভালোবাসা
কাঁধে করে ছুটে যায় ভোরবেলা
আমি কী কোঁচড়ে ফুলমালা গেঁথে
পরাবো স্বকীয় হাতে বরমালা!
কেননা তোমার শীতাতুর রাত
আগুনের কাছ থেকে শিখে নেয়
কোমলকামিনী উষ্ণতা বাহার...

শঙ্খবীজ

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

অকস্মাৎ চলে গেল পরী
যেমন হঠাৎই এসেছিল একদিন, ভোরের বেলায়।
খুব কি তাড়া ছিল তার।
ঋণাত্মক সময় কি ধাবমান ছিল তার কায়ার পেছনে?

শেষ অপরাহ্নে গঙ্গার কাছাকাছি যাই
বাগবাজার মায়ের ঘাট থেকে প্রতিমাপল্লির দিকে যেতে যেতে
রোজ কাশী মিত্তির ঘাটে দপ্ করে জ্বলে ওঠে চিতা।
ডাকে না। ফিরে যেতে বলে।
কিন্তু জানি, সে আমার মধ্যে অনুক্ষণ
জাগিয়ে রাখতে চায় এক স্মৃতির অঙ্গার।
ব্যঞ্জনগন্ধ ও রতিস্বাদে আজকাল বিবমিষা জাগে।

গহন করছে রাত্রি তাহার শরীর,
পরিত্রাণ তবুও নেই—
দ্বাদশ আলোকবর্ষ দূর থেকে ভেসে আসা কান্না
মিশে যাচ্ছে সারঙ্গ তন্দ্রায়

অবচেতন রুদ্ধতায় তুমি শঙ্খবীজ হবে
অথচ পরীকে আমি কখনও পাবোনা।

কবি স্মরণে

গুরু বিশ্বাস

কবির স্মরণে সভা আহ্বান করেছে ক'জন কবি
গদ্যকারেরা অনুপস্থিত কবিতা লেখে না বলে
সভায় যাহারা হাজির ক'জন কে কার খবর রাখে
শুধু কথা নিয়ে পিংপং খেলে এলোমেলো কথা দিয়ে।
যে কবির কথা ভেবে এই সভা কে তার কবিতা পড়ে
উপস্থিতেরা কয়জন তার কবিতা ক'টা বা পড়েছে
কতটুকু তার বলবার কথা হৃদয়ঙ্গম ক'রেছে!
নিজের সাজানো শব্দ সকল আহা কি লেখা না হয়েছে
মধুর মধুর কত না শব্দ অভিধান ভরা রয়েছে—
'গাঙচিল ওড়ে তার সাথে থাকে শঙ্খ চিলের ঝাঁকে'
পরের পংক্তি 'প্রেয়সী আজকে তোমার কথাই থাক'
তারপরে আসে, 'ছেলেবেলাকার কবোষ্ণ নিঃশ্বাস'
'ইউসোফেলিস ধ্রুবতারা হবে আজকের বিশ্বাস'—
আজ রাত্রেই এসব লিখব, মরেছে যে কবি...
'তোমার বইতে আমার রচনা তিনটে কবিতা থাক'।

এই আশা নিয়ে সমবেত সব পরস্পরের হাতে
স্মরণ সভায় কবিতা গোঁজার মহা আনন্দে মাতে।
লেনদেন শেষ কবিরা সকলে ফিরে যায় নিজ বাসে
শুকনো মালায় সাজানো কবির ফটোটি কেবল হাসে
শূন্য আসর ভগ্ন বাসর নীরব হতাশ্বাসে।